অযু-গোসল-হায়েয এবং পবিত্রতার ৩০০+ মাসায়েল

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি ২৪

ভূমিকা ২৫

অধ্যায় ১

পানির পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসায়েল ৩২

১.১ পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী ৩২

১.২ পানি কখন নাপাক হয়? ৩২

১.৩ পানিতে নাপাকী পড়লেও পানি পাক থাকতে পারে ৩৩

১.৪ অল্প পানি কিংবা বেশি পানি নাপাক হয়ে যাওয়ার বিধান একই ৩৩

১.৫ পবিত্র বস্তুর দ্বারা পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হলে কী হবে? ৩৪

১.৬ পানির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে তার নাম বদলে গেলে কী হবে? ৩৪

১.৭ নাপাক পানি কি পুনরায় পবিত্র হতে পারে? ৩৫

অধ্যায় ২

ইসতিঞ্জা – টয়লেটের নিয়মকানুন ৩৬

২.১ টয়লেট করার পর পবিত্রতা অর্জনের ২টি পদ্ধতি রয়েছে ৩৬

২.২ পানি পাওয়া গেলেও কুলুখ বা টিস্যু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ ৩৬

২.৩ কোন নাপাক বস্তুকে কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ৩৬

২.৪ ইসতিঞ্জা জন্য গোবর বা হাড় ব্যবহার করা নিষেধ ৩৭

২.৫ খাদ্যদ্রব্য ও সম্মানিত বস্তুর দ্বারা ইসতিঞ্জা বৈধ নয় ৩৮

২.৬ যে সমস্ত বস্তু দ্বারা ইসতিঞ্জা বৈধ নয়, সেগুলোর কোনটি ব্যবহার করে ইসতিঞ্জা করলে পবিত্র হবে কী? ৩৮

২.৭ কমপক্ষে তিনটি টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা উত্তম ৩৮

টয়লেটের আদব ৩৯
২.৮ টয়লেট করার জন্য পুরো দেহকে আড়াল করা মুস্তাহাব ৩৯
২.৯ বর্তমানে চার দেয়ালে ঢাকা টয়লেটে এই সুন্নাত আদায় হয়ে যায় ৪০
২.১০ টয়লেট করার সময় অন্যের দৃষ্টি থেকে সতর আড়াল করা বাধ্যতামূলক ৪০
২.১১ টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিধান ৪১
২.১২ টয়লেটে প্রবেশের যিকর ৪১
২.১৩ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য কোন উদ্দেশ্যে শৌচাগার বা টয়লেটে প্রবেশ করলেও উপরোক্ত যিকর পাঠ করা মুস্তাহাব ৪২
২.১৪ ছোট শিশুকে নিয়ে টয়লেটে গেলে কী বলবে? ৪২
২.১৫ টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরের যিকর ৪৩
২.১৬ টয়লেট শেষে ক্ষমা প্রার্থনার তাৎপর্য কী? ৪৩
২.১৭ টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আগে দেয়া এবং বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দেয়া মুস্তাহাব ৪৩
২.১৮ কোন কিছুতে আল্লাহর নাম লিখিত থাকলে সেটা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা কি বৈধ? ৪৪
২.১৯ মুসহাফ নিয়ে টয়লেটে প্রবেশের বিধান ৪৪
২.২০ কোন কিছু যেমন টাকা ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে ৪৫
২.২১ কুরআন অ্যাপ আছে এমন মোবাইল নিয়ে টয়লেটে প্রবেশের বিধান ৪৫
২.২২ টয়লেটে কুরআন তেলাওয়াত! ৪৫
২.২৩ টয়লেটে যিকর পাঠের বিধান ৪৫
২.২৪ প্রয়োজনের অতিরিক্ত টয়লেটে অবস্থানের বিধান ৪৫
২.২৫ পোশাক বা দেহে নাপাকী লাগার ব্যাপারে সতর্কতা ৪৬

২.২৬ বসা অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পাদন করা সুন্নাহ ৪৬

২.২৭ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার বিধান ৪৭

২.২৮ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের সময় কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে বসার বিধান ৪৭

২.২৯ ইসতিঞ্জার জন্য ডান হাতের ব্যবহার মাকরূহ ৪৯

২.৩০ প্রস্রাবের অবশিষ্টাংশ বের করার জন্য লজ্জাস্থান মাসেহ কিংবা টানাটানি করা, কাশি দেয়া, টিস্যু নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা - এ সবকিছুই দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ৪৯

২.৩১ মানুষের চলাচলের পথে এবং যে ছায়ায় তারা বিশ্রাম নেয় সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা নিষিদ্ধ ৫১

২.৩২ বদ্ধ পানিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ নিষিদ্ধ ৫১

২.৩৩ অনুরূপভাবে যে স্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলে মানুষ কষ্ট পাবে, সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা নিষিদ্ধ ৫২

২.৩৪ গোসলখানায় মূত্রত্যাগ করার বিধান ৫২

২.৩৫ আধুনিক টয়লেটে প্রস্রাব করার বিধান ৫২

২.৩৬ গর্ত, ফাটল বা কোন জীবজন্তুর তৈরী করা সুড়ঙ্গ জাতীয় স্থানে প্রস্রাব করা মাকরূহ ৫২

২.৩৭ কবরে প্রস্রাব করা ৫৩

অধ্যায় ৩

মিসওয়াক, খতনা, দাড়ি রাখা ও নখ-চুল-লোম অপসারণ সংক্রান্ত মাসায়েল ৫৪

৩.১ মিসওয়াক করা অতি পছন্দনীয় একটি সুন্নাত ৫৪

৩.২ মিসওয়াক সহ সালাত মিসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় ৭০ গুণ উত্তম এটা কি ঠিক? ৫৫

৩.৩ কোন মিসওয়াক সর্বোত্তম ৫৫

৩.৪ ব্রাশ-পেস্ট ব্যবহারে মিসওয়াকের ফযীলত পাওয়া যাবে কি? ৫৫

৩.৫ সালাতের পূর্বে ৫৫
৩.৬ অযুর সময় বা অযুর পূর্বে ৫৬
৩.৭ জুমুআর দিন ৫৬
৩.৮ লোক সমাগমের ক্ষেত্রে ৫৬
৩.৯ গৃহে প্রবেশের সময় ৫৬
৩.১০ কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে: ৫৭
৩.১১ ঘুম থেকে উঠার পর ৫৮
৩.১২ মুখের ঘ্রাণ পরিবর্তন হলে ৫৮
৩.১৩ মৃত্যুশয্যায় ৫৯
৩.১৪ রোযাদারের জন্য মিসওয়াকের বিধান ৬১
৩.১৫ 'সুনানুল ফিতরাহ' বা স্বভাবজাত রীতি ৬২
৩.১৬ লজ্জাস্থান, বগলের লোম এবং গোঁফ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি ৬৩
৩.১৭ এ সমস্ত লোম পরিষ্কারের সময় ৬৩
৩.১৮ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অপরকে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনে বাধ্য করতে পারবে ৬৪
৩.১৯ দাড়ি রাখার বিধান ৬৪
৩.২০ খতনার বিধান ৬৫
৩.২১ নারীদের খতনা ৬৬
৩.২২ চুল শেভ করা ৬৬
৩.২৩ চুল আংশিক শেভ করার বিধান ৬৬

অধ্যায় ৪

অযু সংক্রান্ত মাসায়েল ৬৭
৪.১ অযুর সংজ্ঞা ও ফযীলত ৬৭

৪.২ ফরয, নফল ও জানাযার সালাত সহ সকল সালাতের জন্য অযু শর্ত ৭০

৪.৩ কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু বাধ্যতামূলক ৭১

৪.৪ গিলাফ বা আবরণের উপর দিয়ে অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে ৭১

৪.৫ মুসহাফের যে অংশে কুরআন লিখিত আছে শুধুমাত্র ঐ অংশের স্পর্শ পরিহার করাই যথেষ্ট ৭১

৪.৬ কোথাও কুরআনের আয়াত লিখিত থাকলে অযু ছাড়া লেখনী স্পর্শ করা যাবে না ৭১

৪.৭ কুরআন লেখার জন্য অযু শর্ত কি? ৭২

৪.৮ অযু ছাড়া ধর্মীয় বই স্পর্শের বিধান ৭২

৪.৯ ছোটদেরকেও কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু করতে হবে কি? ৭২

৪.১০ কুরআন স্পর্শ না করে অযু ছাড়া তেলাওয়াত করা জায়েয ৭২

৪.১১ মোবাইল বা অনুরূপ যন্ত্রে বিদ্যমান কিংবা দৃশ্যমান কুরআন স্পর্শের বিধান ৭২

৪.১২ বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত কি? ৭৩

৪.১৩ সাঈ করার জন্য অযু শর্ত নয় ৭৫

৪.১৪ আল্লাহর যিকরের উদ্দেশ্যে অযু করা মুস্তাহাব ৭৬

৪.১৫ তেলাওয়াতের সেজদা, শোকরের সেজদা ৭৬

৪.১৬ অযু করে ঘুমাতে যাওয়া মুস্তাহাব ৭৭

৪.১৭ হায়েয অবস্থায় ঘুমানোর জন্য অযু করবে না ৭৭

৪.১৮ অযু ভেঙ্গে গেলে অযু অবস্থায় থাকার উদ্দেশ্যে পুনরায় অযু করা মুস্তাহাব ৭৮

৪.১৯ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর পুনরায় মিলিত হতে চাইলে অযু করে নেয়া মুস্তাহাব ৭৮

৪.৩৬ মেকআপ, পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি সহ অযুর বিধান ৯২
৪.৩৭ অযুর শর্ত : অযু ভঙ্গকারী বিষয় বন্ধ হওয়া ৯২
৪.৩৮ অযুর শর্ত : নিয়ত ৯২
৪.৩৯ কিভাবে অযুর নিয়ত করতে হয়? ৯২
৪.৪০ মুখে নিয়ত উচ্চারণ করার বিধান কি? ৯৩
অযুর মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক কাজসমূহ ৯৪
৪.৪১ অযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব ৯৪
৪.৪২ টয়লেটে অযু করার সময় বিসমিল্লাহ না বললে কি হবে? ৯৪
৪.৪৩ অযুর শুরুতে তিনবার দুই কব্জি ধোয়া মুস্তাহাব ৯৪
৪.৪৪ রাতের ঘুম থেকে জাগার পর দুই হাত না ধুয়ে পাত্রে প্রবেশ করানো নিষেধ ৯৪
৪.৪৫ অযুতে কুলি করা মুস্তাহাব ৯৫
৪.৪৬ অযুতে উত্তমরূপে কুলি করা এবং নাকে পানি টেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বেশি করে টানা মুস্তাহাব ৯৫
৪.৪৭ নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রে বাম হাতের ব্যবহার মুস্তাহাব ৯৬
৪.৪৮ পাত্র থেকে ডান হাতে পানি নেয়া মুস্তাহাব ৯৬
৪.৪৯ চেহারা ধোয়ার পূর্বেই কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া মুস্তাহাব ৯৬
৪.৫০ একই আঁজলা থেকে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া মুস্তাহাব ৯৬
৪.৫১ অযুতে সাধারণত সকল অঙ্গ তিনবার ধোয়া মুস্তাহাব, তবে কখনও ভিন্ন সংখ্যা উত্তম ৯৬
৪.৫২ অযুর পূর্বে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব ৯৭
৪.৫৩ অযুর সময় হাত দিয়ে ডলে সুন্দরভাবে সর্বত্র পানি পৌঁছানো মুস্তাহাব ৯৭
৪.৫৪ ঘন দাড়ির ভেতর খিলাল করা মুস্তাহাব ৯৭
৪.৫৫ হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা মুস্তাহাব ৯৮

৪.৫৬ মাথা ও কান মাসেহ সংক্রান্ত মুস্তাহাব কাজ ৯৮
৪.৫৭ ডানদিকের অঙ্গগুলো বাম দিকের অঙ্গগুলোর পূর্বে ধোয়া মুস্তাহাব ৯৮
৪.৫৮ অযুর পরবর্তী যিকর মুস্তাহাব ৯৯
৪.৫৯ অযুতে একেক অঙ্গ ধোয়ার সময় একেকটি দোয়া পাঠের বিধান ৯৯
৪.৬০ সম্পূর্ণ চেহারা ধোয়া বাধ্যতামূলক ৯৯
৪.৬১ নাকে পানি টেনে নিয়ে নাক ঝাড়া বাধ্যতামূলক ৯৯
৪.৬২ পাতলা দাড়ির ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০০
৪.৬৩ ঘন দাড়ির ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০০
৪.৬৪ চেহারার সীমানার বাইরে থাকা দাড়ির ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০০
৪.৬৫ চেহারার উপর বিদ্যমান চুল ও লোমের ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০০
৪.৬৬ দুই হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০১
৪.৬৭ যার হাত, পা বা এর অংশবিশেষ নেই ১০১
৪.৬৮ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ বাধ্যতামূলক ১০১
৪.৬৯ পরচুলার উপর দিয়ে মাসেহ করলে মাসেহ হবে না ১০১
৪.৭০ পা ধোয়ার ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক ১০২
৪.৭২ পরের অঙ্গ শুকানোর আগে আগের অঙ্গ ধোয়া বাধ্যতামূলক ১০২
৪.৭৩ ওজরের কারণে অযুর মাঝে বিরতি দিলে অসুবিধা নেই ১০৩
৪.৭৪ কোন অঙ্গ ৩ বারের বেশি ধোয়া মাকরূহ ১০৪
৪.৭৫ অযুতে পানির অপচয় ১০৪
৪.৭৬ অল্প পানি দিয়ে অযু করা মুস্তাহাব ১০৪
৪.৭৭ কিছু কিছু অঙ্গে পানি ব্যবহারে অপারগ ব্যক্তির অযু ১০৫
৪.৭৮ অযুর সময় কথা বলা, সালাম বা সালামের উত্তর দেয়া ১০৫

৪.৭৯ অযু বা গোসলের পর ভেজা অঙ্গ মুছে ফেলা ১০৫
৪.৮০ অযুতে অন্যের সহায়তা নেয়ার বিধান ১০৫
৪.৮১ অযুর পুনরাবৃত্তি এবং জুনুব ব্যক্তির ঘুমানো বা খাওয়ার জন্য অযুর ক্ষেত্রে আংশিক অযুর বিধান ১০৬

অধ্যায় ৫

মোজা, পাগড়ি, খিমার ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা সংক্রান্ত মাসায়েল ১০৭
৫.১ মোজার উপর মাসেহ্ করার বৈধতা ১০৭
৫.২ চামড়ার মোজা ছাড়া অন্য মোজার উপর মাসেহ্ করা বৈধ কি? ১০৭
৫.৩ খুব বেশি পাতলা মোজার উপর মাসেহ্ করার বিধান ১০৮
৫.৪ মোজার ওপর মাসেহ্ করার শর্তসমূহ ১০৯
৫.৫ অযু করা অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে ১০৯
৫.৬ মোজার উপর মাসেহ্ করার পর মোজা খুললে কি হবে? ১০৯
৫.৭ মোজার দ্বারা টাখনু সহ পা ঢাকা থাকতে হবে ১১০
৫.৮ মোজায় ছিদ্র থাকা কিংবা মোজা পাতলা হওয়া ১১০
৫.৯ মোজা পবিত্র হতে হবে ১১০
৫.১০ কেবল অযুর ক্ষেত্রে মাসেহ্ করা প্রযোজ্য, গোসলের ক্ষেত্রে নয় ১১০
৫.১১ মোজার ওপর মাসেহ্ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা ১১১
৫.১২ মাসেহ্ করার সময় গণনা কখন থেকে শুরু হবে? ১১১
৫.১৩ মাসেহ্ করার পর মোজা খুলে ফেললে অথবা মাসেহ্ করার সময়কাল অতিক্রান্ত হলে অযু নষ্ট হয় না ১১২
৫.১৪ যদি কেউ মুসাফির অবস্থায় মাসেহ্ শুরু করে এবং তারপর মুকীম হয় ১১২
৫.১৫ যদি মুকীম হিসেবে মাসেহ্ করা শুরু করার পর এক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সফর করে ১১৩

৫.১৬ মাসেহ্ করার পদ্ধতি ১১৩

৫.১৭ জুতার ওপর মাসেহ্ করা ১১৩

৫.১৮ মোজার উপর মোজা বা জুতা পরিহিত থাকলে ১১৩

৫.১৯ পাগড়ীর ওপর মাসেহ্ করার দলীল ১১৫

৫.২০ পাগড়ির উপর মাসেহ করার পদ্ধতি ১১৫

৫.২১ পাগড়ি ছাড়া মাথায় পরিধেয় অন্যান্য বস্তুর বিধান ১১৬

৫.২২ নারীদের খিমারের উপর মাসেহ্ করার বিধান ১১৬

৫.২৩ কারও মাথায় মেহেদী জাতীয় কিছুর প্রলেপ থাকলে এর উপর মাসেহ্ করার বিধান ১১৬

৫.২৪ পাগড়ি ইত্যাদির উপর মাসেহ্ করার ক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থায় পরিধান কিংবা নির্দিষ্ট সময়কাল শর্ত নয় ১১৬

৫.২৫ ক্ষত বা ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করা ১১৭

৫.২৬ ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ্ করার শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১১৮

অধ্যায় ৬

অযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১১৯

৬.১ মলমূত্র ত্যাগের রাস্তাদ্বয় দিয়ে নির্গত যে কোন বস্তু অযু ভঙ্গকারী ১১৯

৬.২ মলমূত্র ত্যাগের রাস্তাদ্বয় দিয়ে যে কোন বস্তু নির্গমন অযু ভঙ্গকারী - তা নাপাক হোক বা না হোক ১২০

৬.৩ নারীর সম্মুখপথে বায়ু নির্গমন ১২১

৬.৪ দেহের অন্য কোন স্থান দিয়ে মলমূত্র নির্গমন ১২১

৬.৫ লজ্জাস্থান ছাড়া দেহের অন্য কোন স্থান থেকে মলমূত্র ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নির্গমন ১২১

৬.৬ হুঁশ হারানো ১২২

৬.৭ ঘুম ১২২

৬.৮ লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ১২৩

৬.৯ উটের গোশত খাওয়া ১২৫

৬.১০ ইসলাম ত্যাগ ১২৬

৬.১১ তায়াম্মুম করার ওজর দূর হওয়া মাত্র অযু ভেঙ্গে যাবে ১২৬

৬.১২ ক্রমাগত নির্গমনে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ ভাল হওয়া ১২৬

৬.১৩ যা কিছুতে গোসল ফরয হয়, তা অযু ভঙ্গকারী ১২৬

৬.১৪ নারীর সংস্পর্শে অযু ভঙ্গ হয় না ১২৭

৬.১৫ অবিরাম নির্গমন ১২৭

৬.১৬ অযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ১২৮

৬.১৭ ওয়াসওয়াসা ১২৯

৬.১৮ নিচের বিষয়গুলো অযু ভঙ্গকারী নয় ১৩০

অধ্যায় ৭

গোসল সংক্রান্ত মাসায়েল ১৩১

৭.১ গোসল বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণ ৩টি ১৩১

৭.২ জানাবত ১৩১

৭.৩ জানাবতের প্রথম কারণ : পরিতৃপ্তির সাথে বীর্যস্খলন ১৩১

৭.৪ উত্তেজনা ছাড়া বীর্য নির্গত হলে গোসল ফরয হয় না ১৩১

৭.৫ স্বপ্নে কিছু দেখলে কখন গোসল ফরয হয়? ১৩২

৭.৬ জানাবতের দ্বিতীয় কারণ : সহবাস ১৩২

৭.৭ হায়েয, নিফাস ও ইসতিহাযার পর গোসল ১৩৩

৭.৮ মৃতব্যক্তির গোসল ১৩৪

৭.৯ আল্লাহর রাসূল ﷺ এঁর সুন্নাত অনুযায়ী পরিপূর্ণ গোসলের বিবরণ ১৩৪

গোসলের ওয়াজিব বা আবশ্যক কাজসমূহ ১৩৬

৭.১০ গোসলের জন্য নিয়ত আবশ্যক ১৩৬

৭.১১ সমগ্র দেহ পানি দ্বারা ভেজানো আবশ্যক ১৩৬
৭.১২ গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া বাধ্যতামূলক নয় ১৩৭
৭.১৩ গোসলের অঙ্গগুলোতে পানি প্রবাহিত করতে হবে, ভেজা হাত মাসেহ করলে হবে না ১৩৭
৭.১৪ দেহের যাবতীয় চুল, লোম ও এর নিচের ত্বক ভেজানো বাধ্যতামূলক ১৩৭
৭.১৫ বেণীর ক্ষেত্রে করণীয় ১৩৮
৭.১৬ গোসলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং অবিচ্ছিন্নতা শর্ত নয় ১৩৮
৭.১৭ বড় হাদাস থেকে মুক্ত হওয়ার নিয়তে গোসল করলে ছোট হাদাসও দূর হয়ে যায় ১৩৯
অন্যান্য গোসল ১৩৯
৭.১৮ ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল ১৩৯
৭.১৯ জুমুআর গোসল ১৪০
৭.২০ জুমুআর গোসল কারা করবে? ১৪১
৭.২১ জুমুআর গোসলের সময় ১৪১
৭.২২ ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল ১৪১
৭.২৩ হজ্জ ও ওমরার ইহরামের পূর্বে গোসল ১৪২
৭.২৪ আরাফার দিনের গোসল ১৪২
৭.২৫ অজ্ঞানতা থেকে সচেতন হলে গোসল ১৪২
৭.২৬ পরিচ্ছন্নতার গোসল ১৪২
জানাবতের অবস্থায় যা করা যাবে আর যা পরিহার করতে হবে ১৪৩
৭.২৭ জানাবত অবস্থায় সালাত নিষিদ্ধ ১৪৩
৭.২৮ জানাবতের অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ ১৪৩
৭.২৯ জুনুব ব্যক্তি যিকরের উদ্দেশ্যে কুরআনের অংশবিশেষ পড়তে পারবে ১৪৩

৮.১৯ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক : ধারাবাহিকতা ১৫৪
৮.২০ তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে যা বাধ্যতামূলক : অবিচ্ছিন্নতা ১৫৪
৮.২১ তায়াম্মুমের দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা ভঙ্গ হওয়ার কারণ ১৫৪
৮.২২ পানি বা তায়াম্মুমের মাটি কোনটাই না পেলে কী করবে? ১৫৫
৮.২৩ তায়াম্মুমের বিবিধ মাসায়েল : তায়াম্মুমের পবিত্রতা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় তায়াম্মুম ১৫৫
৮.২৪ তায়াম্মুমের বিবিধ মাসায়েল : মুস্তাহাব গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম ১৫৬
৮.২৫ তায়াম্মুমের বিবিধ মাসায়েল : নাপাকী দূর করার পানি না পেলে তায়াম্মুম ১৫৬
৮.২৬ তায়াম্মুমের বিবিধ মাসায়েল : পানি না থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য সম্পর্ক ১৫৬
৮.২৭ তায়াম্মুমের বিবিধ মাসায়েল : তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির ইমামতি ১৫৭

অধ্যায় ৯

নাজাসাত বা নাপাকী এবং তা দূর করা সংক্রান্ত মাসায়েল ১৫৮
৯.১ কোন বস্তুর ক্ষেত্রে মূল হল তা পাক ১৫৮
৯.২ মানুষের মূত্র নাপাক ১৫৯
৯.৩ মানুষের মূত্র নাপাক হওয়ার বিধানের ব্যতিক্রম ১৫৯
৯.৪ মায়ের দুধ ছাড়া অন্য দুধ বা কৃত্রিম দুধের ক্ষেত্রে বিধান কি? দুধ ছাড়া অন্য খাবার না খাওয়ার অর্থ কি? ১৬০
৯.৫ মানুষের মল নাপাক ১৬০
৯.৬ রক্ত নাপাক ১৬০
৯.৭ মযী নাপাক ১৬১
৯.৮ নিষিদ্ধ প্রাণীর মলমূত্র নাপাক ১৬১
৯.৯ প্রবহমান রক্তবিশিষ্ট স্থলজ মৃত প্রাণীর মাংস নাপাক ১৬২

৯.৪৯ নাজাসাত সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল : জরুরী পরিস্থিতিতে নাপাকী ভক্ষণ করা শর্তসাপেক্ষে জায়েয ১৮১

৯.৫০ নাজাসাত সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল : চিকিৎসার জন্য হারাম কিছু খাওয়ার বিধান ১৮৩

৯.৫১ নাজাসাত সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল : পোশাকের কোথায় নাপাকী আছে নিশ্চিত না হলে করণীয় ১৮৩

অধ্যায় ১০

হায়েয-নিফাস-ইসতিহাযা সংক্রান্ত মাসায়েল ১৮৫

১০.১ হায়েযের সংজ্ঞা ১৮৫

১০.২ হায়েয শুরু হওয়ার সর্বনিম্ন এবং শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ বয়স ১৮৫

১০.৩ নারীদের রক্তের প্রকারভেদ ১৮৬

১০.৪ হায়েয এবং ইসতিহাযার রক্তের পার্থক্য ১৮৬

১০.৫ গর্ভাবস্থায় নির্গত রক্ত ১৮৬

১০.৬ হায়েযের সর্বনিম্ন সময়কাল ১৮৭

১০.৭ হায়েযের সর্বোচ্চ সময়কাল ১৮৭

১০.৮ দুই হায়েযের মাঝে পবিত্রতার সময়ের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়কাল ১৮৭

১০.৯ হায়েযের শুরু ১৮৮

হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ ১৮৮

১০.১০ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : সালাত ১৮৮

১০.১১ ওয়াক্ত হওয়ার পর সালাত আদায়ের পূর্বে হায়েয শুরু হলে ১৮৮

১০.১২ যে ওয়াক্তে হায়েয বন্ধ হবে শুধু ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় বাধ্যতামূলক ১৮৯

১০.১৩ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : সাওম ১৮৯

১০.১৪ হায়েয হলে রামাদানের দিবসে পানাহার বৈধ ১৯০

১০.১৫ কারও সূর্যাস্তের একটু আগে হায়েয শুরু হলে ১৯০
১০.১৬ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : তাওয়াফ ১৯০
১০.১৭ হজ্জে ঋতুবতী নারীর দেশে ফেরার সময় হয়ে গেলে কী করবে? ১৯১
১০.১৮ হজ্জ বা রামাদান উপলক্ষে পিল খাওয়ার বিধান ১৯১
১০.১৯ হায়েয অবস্থায় ইহরামের বিধান ১৯১
১০.২০ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : কুরআন স্পর্শ করা ১৯১
১০.২১ হায়েয অবস্থায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ নয় ১৯২
১০.২২ হায়েয চলাকালীন বা 'হাদাস' অবস্থায় আবরণের উপর দিয়ে মুসহাফ স্পর্শ করা যাবে ১৯২
১০.২৩ হায়েয চলাকালীন মোবাইলের 'অ্যাপ' থেকে কুরআন পড়া যাবে ১৯২
১০.২৪ বিনা অযুতে, জুনুব কিংবা হায়েয অবস্থায় কুরআনের অনুবাদ তাফসীর স্পর্শের বিধান ১৯৩
১০.২৫ হায়েয অবস্থায় মসজিদে অবস্থানের বিধান ১৯৩
১০.২৬ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : সহবাস ১৯৩
১০.২৭ হায়েয অবস্থায় সহবাস ছাড়া অন্যান্য দাম্পত্য আচরণ ১৯৪
১০.২৮ হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে করণীয় ১৯৪
১০.২৯ হায়েয অবস্থায় যেসকল কাজ নিষিদ্ধ : তালাক দেয়া ১৯৫
১০.৩০ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষণ ও করণীয় ১৯৬
১০.৩১ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল বাধ্যতামূলক ১৯৭
১০.৩২ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসলের আগে শুধু মাত্র সাওম বৈধ ১৯৮
১০.৩৩ হায়েযের সময়কাল নিয়ে একটি ভুল ধারণা ১৯৮
১০.৩৪ নিয়মিত সময়ের পূর্বে বা পরে হায়েয শুরু হলে করণীয় ১৯৮
১০.৩৫ ময়লা (লাল/খয়েরী/ঘোলাটে) কিংবা হলদেটে নিঃসরণ ১৯৮
১০.৩৬ হায়েয শুরুর পূর্বে ময়লা কিংবা হলদেটে নিঃসরণ ১৯৯

১০.৩৭ অল্প পরিমাণে অনিয়মিত রক্ত নির্গমন বা স্পটিং ১৯৯
ইসতিহাযার বিধান ২০০
১০.৩৮ ইসতিহাযার সংজ্ঞা ২০০
১০.৩৯ ইসতিহাযায় আক্রান্ত নারীর জন্য হায়েযের সময়কাল নির্ণয়ের পদ্ধতি ২০১
১০.৪০ ইসতিহাযায় আক্রান্ত নারী যদি ভুলে যায় মাসের কোন সময়টিতে হায়েয আরম্ভ হত তবে কী করবে? ২০৩
১০.৪১ ইসতিহাযায় আক্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিধান প্রযোজ্য ২০৪
১০.৪২ যার ক্রমাগত ইসতিহাযার রক্ত নির্গত হচ্ছে তার সালাতের পদ্ধতি ২০৪
১০.৪৩ ইসতিহাযায় আক্রান্ত নারী প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে অযু করবে কি? ২০৫
১০.৪৪ ক্রমাগত মলমূত্র নির্গমনের ক্ষেত্রে ইসতিহাযার অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য ২০৫
১০.৪৫ ক্রমাগত নির্গমনের কারণে ডায়াপার, প্যাড ইত্যাদি পরিবর্তন ২০৬
১০.৪৬ ক্রমাগত বায়ু নির্গমন ২০৬
১০.৪৭ এরূপ ব্যক্তির মসজিদে যাওয়ার বিধান ২০৬
নিফাস ২০৭
১০.৪৮ নিফাসের সর্বনিম্ন সময়কাল ২০৭
১০.৪৯ নিফাসের সর্বোচ্চ সময়কাল ২০৭
১০.৫০ নিফাস বন্ধ হয়ে ৪০ দিন শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় রক্ত নির্গমনের বিধান ২০৮
১০.৫১ প্রসবের ৪০ দিন পরেও রক্ত অব্যাহত থাকলে করণীয় ২০৮
১০.৫২ সিজারের ক্ষেত্রে নিফাস হয় কি? ২০৮
১০.৫৩ গর্ভপাত ঘটলে করণীয় ২০৮

ভূমিকা

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার যোগ্য একমাত্র সত্তা। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের কুপ্রবৃত্তি ও আমলের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবা এবং প্রকৃত অনুসারীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংবাদ, নবী ﷺ বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[১]

দ্বীনের এই জ্ঞানের উৎস হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে পারেন, আল্লাহর নির্ধারণ করা হালাল ও হারামের সীমারেখা চিনতে পারেন, আর তাই তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব হয়, আল্লাহ তাআলা বলেন:

১. বুখারী (৩১১৬), মুসলিম (১০৩৭)

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।[২]

আর জ্ঞানই আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ﴾

... তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।[৩]

আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যারা প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাদের উচিৎ শরীয়তের জ্ঞানচর্চার এই উন্মুক্ত ময়দানে আত্মনিয়োগ করা। শরীয়তের জ্ঞানের দ্বিমুখী কল্যাণ রয়েছে:

প্রথমত, একজন দ্বীন-শিক্ষার্থী দ্বীন পালন করে থাকেন অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও দলীলের ভিত্তিতে, ফলে তার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা অর্জিত হয়। নবী ﷺ বলেন:

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ

সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ... [৪]

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি তিনি অপরকেও আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে থাকেন। তিনি যাদেরকে দ্বীনশিক্ষা দেন, তাদের আমলের সওয়াবও তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়।

নবী ﷺ বলেন:

---

২. সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৮

৩. সূরা আল মুজাদিলা, ৫৮ : ১১

৪. তিরমিযী